স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhati bangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 2, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2017

হিন্দু সংহতি

একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা কাপুরুষতার পরিচায়ক। একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

২০১৬ ঃ কালিয়াচক (জানুঃ) দিয়ে শুরু, ধূলাগড় (ডিসেঃ) দিয়ে শেষ

ধূলাগড়ে নবী দিবসের মিছিল থেকে সংঘর্ষ শুরু, হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল

শতাধিক বাড়ি ধ্বংস, লুট, আগুন, মহিলার শ্লীলতাহানি। এখনও বহু হিন্দু বাড়ি ফেরেনি।

হাওড়া জেলার হিন্দুদের কাছে বিশ্ব নবী দিবস যেন একটা আতঙ্কের পরব হয়ে উঠেছে। এবছর (২০১৬) নবী দিবসে হাওড়ার ধূলাগড়ের কাছে বাঁশতলা, দেওয়ানঘাট, জয়রামপুর, ব্যানার্জীপাড়া গ্রাম জেহাদী তান্ডবের শিকার হল। হাজার হাজার মুসলমানের আক্রমণে দিশেহারা হিন্দু ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। হিন্দুর দোকান লুটপাট করে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকেও তান্ডব চালায় মুসলিম যুবকেরা। তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি মহিলারাও। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেশকিছু হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়। ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে সূত্র মারফত জানা যায়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হিন্দু গ্রামগুলো শূন্য বলে জানা গেছে। প্রশাসন থেকে এলাকায় র‍্যাফ নামানো হয়েছে। তবু আশপাশের অঞ্চলের হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

এর পূর্বে ২০১৪ সালেও এই বিশ্ব নবীদিবসের মিছিল থেকে আক্রান্ত হয়েছিল পাঁচলা থানার অন্তর্গত রাণীহাটির কাছে বিকি হাকোলা ও আরও তিনটি গ্রাম। সেবারও একটি হরিসভা সহ চারটি মন্দিরে হামলা হয়েছিল। লুটপাট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুর সম্পত্তি ও পান বরজ। সেবার সেখানে হিন্দুরা কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারে নি।

এবারের ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ই ডিসেম্বর নবী দিবস উপলক্ষে মুসলমানদের এক ধর্মীয় মিছিলকে কেন্দ্র করে। সোমবার নবী দিবস ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার দিন ধূলাগড় বাজারের কাছে দেওয়ানঘাটের মুসলমানরা এক ধর্মীয় মিছিল বের করে। মিছিল যখন দেওয়ানঘাটের হিন্দু অঞ্চলে আসে তখন এলাকার হিন্দুরা মাইক আস্তে বাজাতে বলে। এই সময় উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। মিছিল থেকে বেশকিছু যুবক 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিলে হিন্দুরা তার প্রতিবাদ করে। বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। সেই সময়ে ধর্মীয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী মুসলিমরা বোমাবাজি শুরু করে। অতর্কিত এই আক্রমণে হিন্দুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তখন বেশ কয়েকটি হিন্দুর দোকান ভাঙচুর চালায় নবী সমর্থকেরা। এরপর হিন্দুরা একজোট হয়ে ময়দানে নামে। তাদের শক্ত প্রতিরোধের কাছে পিছু হটতে বাধ্য হয় আক্রমণকারীরা। এই সময়ে ধূলাগড় বাজারের বেশ কয়েকটি মুসলমানের দোকানে হিন্দুরা ভাঙচুর চালায় বলে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গেছে। দেওয়ানঘাট, ধূলাগড় ও ধূলাগড় বাজারের অবস্থান এমন যে তা তিনটি থানার (দেওয়ানঘাট-পাঁচলা থানা; ধূলাগড়-সাঁকরাইল থানা; ধূলাগড় বাজার-ডোমজুর থানা) অন্তর্গত। সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করলে তিনটি থানা থেকেই পুলিশের বিশাল বাহিনী আসে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে অবশেষে প্রশাসন র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়। র‍্যাফ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

কিন্তু এলাকায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয়। সকলেই আশঙ্কা করে যে রাত্রে পুলিশ বাড়ি বাড়ি রেড করবে। সেই ভয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই বহু পুরুষমানুষ ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রে গ্রামছাড়া হয়ে যায়। সাঁকরাইল থানা উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে বলে সূত্রে প্রকাশ। সারা রাত্রি পুরো এলাকায় র‍্যাফ মোতায়েন থাকে। ফলে রাত্রে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও কোনও এক অদৃশ্য শক্তির চক্রান্তে পরদিন ১৪ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় এলাকা থেকে র‍্যাফ তুলে নেওয়া হয়। এরপরই সাঁকরাইল, অঙ্কুরহাটি, পাঁচলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মুসলমান এসে দেওয়ানঘাট, জয়রামপুরে জড়ো হতে থাকে। বেলা এগারোটা নাগাদ প্রায় তিন থেকে চার হাজার মুসলমান ঐ অঞ্চলের হিন্দুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাপক বোমাবাজিতে হিন্দুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পলায়ন শুরু করে। এলাকায় পুলিশ থাকলেও বিশাল সংখ্যক মুসলিম আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। মুসলিমরা হিন্দুদের দোকানগুলিতে লুটপাট চালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পথ পাশে একটি কালীমন্দির ভেঙে দেয়। বড় একটি কালীমন্দির বোমার আঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর মুসলিমরা হিন্দুদের বাড়িগুলোতে আক্রমণ চালায়। সেখানেও লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে। এমনকি এলাকার তৃণমূল নেতা আশীষ খাঁড়ার বাড়িতেও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। আশীষবাবুর স্ত্রী জানান, যারা স্বামীর সঙ্গে ওঠাবসা করে, চা খায় তারাই আক্রমণ করে লুটপাট করে তাদের সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছে। এমনকি তাঁর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তিনি জানান। সূত্র মারফত আরও জানা যায় যে দেওয়ানঘাট-জয়রামপুরের বেশকিছু হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি করে ইসলামিক জেহাদীরা। এমনকি অসমর্থিত সংবাদসূত্র অনুসারে ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রায় তিন-চার ঘন্টা জেহাদী তান্ডবে দেওয়ানঘাট-জয়রামপুর ব্যানার্জীপাড়া শ্মশানে পরিণত হয়। প্রায় সমস্ত বাড়ি ছেড়ে হিন্দুরা পালিয়ে যায়। দুপুরের পর র‍্যাফ নামলে এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু হিন্দুরা কেউ সাহস করে বাড়ি ফিরতে পারেনি। বিকালে এই নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে হিন্দুরা ছয় নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। কিন্তু তখন পুলিশ ও র‍্যাফ তৎপরতার সঙ্গে অবরোধ তুলে দেয়।

হিন্দুদের মধ্যে এখনও আতঙ্ক কাটেনি। অনেকেই এখনও বাড়ি ফেরার মতো সাহস দেখাতে পারেনি। এলাকায় এখনও র‍্যাফ মোতায়েন আছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রশাসন থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

ধুলাগড়ের পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত। শতাধিক হিন্দু বাড়ি ১৩-১৪ ডিসেম্বরের ঘটনায় তছনছ হয়ে গিয়েছে। সর্বস্ব লুট হয়ে গিয়েছে। এই শীতে শোবার বিছানাটুকু পর্যন্ত নেই। নেই জামাকাপড়, বাসন ও আসবাবপত্র। তাই বহু হিন্দু এখনও বাড়ি ফিরতে পারছেন না। আবার অনেকে আতঙ্কে ফিরছেন না।

হাওড়া জেলার পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ১৪ তারিখ র‍্যাফ তুলে নেওয়ার চরম নির্বুদ্ধিতার জন্য হিন্দুর উপর একতরফা এতবড় আক্রমণ সম্ভব হল। এর পিছনে চক্রান্তকারী যেই হোক না কেন, এই ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় জেলার এস পি সব্যসাচী রমন মিশ্রের। তিনি আই পি এসদের কলঙ্ক। এই ব্যর্থতার জন্য তড়িঘড়ি তাঁকে এস পি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সংহতি–র নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

বিরাট হিন্দু সমাবেশে যোগ দিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী

কলকাতা চলুন

হিন্দু সংহতি

আমাদের কথা

শেষ হল ২০১৬ সাল

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ২০১৬ সালটা শুরু হয়েছিল ৩রা জানুয়ারী মালদার কালিয়াচকের ঘটনা দিয়ে। আর শেষ হল অভিনেতা সাংসদ তাপস পালের গ্রেফতার দিয়ে। মাঝে সারা বছর ছিল ঘটনাবহুল। সমস্ত ঘটনার শেষ ফল, পশ্চিমবঙ্গ এগোল না, বরং বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেল। মানবিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আরও স্পষ্ট হল।

এবছর অন্যতম বড় ঘটনা ছিল এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন। অনেকের আশা ও অন্য অনেকের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে তৃণমূল কংগ্রেস আবার জিতল। সিপিএম-কে মানুষ আবার বর্জন করল। মমতা ব্যানার্জীতে বাংলার মানুষ আস্থা ব্যক্ত করল। সারদা, নারদা, পোস্তার ব্রীজ ভেঙে পড়া—কোন কিছুই তাঁর জনপ্রিয়তায় চিড় ধরাতে পারেনি। কিন্তু তারপর এই ছয় মাসে চিত্রটা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। নভেম্বর মাসের শুরুতেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদীজী দেশের অর্থনীতিতে জোর ঝাঁকুনি দিলেন। মোদীজীর উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকা উদ্ধার, জেহাদী জঙ্গিদের টাকা সাপ্লাই বন্ধ ও জাল নোটকে অকেজো করে দেওয়া। তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল বা বিফল যাই হোক না কেন, তাঁর ওই নোটবন্দির ঝাঁকুনি সবচেয়ে বেশি লাগলো আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে। এর প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আচরণ প্রায় হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে চলে গেল। তিনি রাস্তায় নেমে লোক খেপানোর চেষ্টা করলেন। সারা দেশ ছুটে বেড়ালেন। কিন্তু সব জায়গাতেই ব্যর্থ হলেন। তাঁর এবং তাঁর দলের নেতাদের আচরণ দেখে মানুষের মনে দৃঢ় ধারণা হল যে এদের কাছেই নিশ্চয়ই কালো টাকা ও কাঁচা টাকা সবচেয়ে বেশি আছে।

২০১৬ সালকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার বছরও বলা যায়। মুসলমানকে সন্তুষ্ট করার জন্য দুর্গাপূজার বিসর্জনের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা লাগিয়েও বাংলার শান্তি বজায় রাখতে মমতা ব্যানার্জী ব্যর্থ হলেন। মহরম ও দুর্গাপূজার বিসর্জন প্রায় একইসময় পড়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক হানাহানি রোখা গেল না। কমপক্ষে ১৫টি স্থানে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছে। তারমধ্যে ৫টি স্থানে খুব বড় আকারে। খড়্গপুর, নৈহাটি, সাঁকরাইল, কলিগ্রাম ও ইসলামপুরের চোপড়া। এছাড়া সারা বছর জুড়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। বীরভূমের মল্লারপুর, হাওড়ার ধূলাগড় ও উলুবেড়িয়া, কাটোয়ার পানুহাট ইত্যাদি স্থানে। মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে মমতা ব্যানার্জীর মুসলিম তোষণ নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সুতরাং বাংলার হিন্দুদের মধ্যে দ্রুত এই চেতনা তৈরি হচ্ছে যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরকেই করতে হবে। না হলে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু সংহতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। চারিদিক থেকে সংহতির সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন আসছে। সেই আবেদনে সাড়া দেওয়াই হিন্দু সংহতির কর্মীদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

উরি শহীদ গঙ্গাধর দলুইয়ের পরিবারকে ৫১ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য

গত ১৩ই ডিসেম্বর সংহতি সভাপতি উরি হামলায় নিহত গঙ্গাধর দলুইয়ের বাড়িতে যান। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার নিজবালিয়া গ্রামে গিয়ে গঙ্গাধরের বাবা-মা'র হাতে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সংহতি সভাপতি নিজ হাতে ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। সুদূর আমেরিকা থেকে আগত দিলীপভাই মেহেতা তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনিও এই শহীদ পরিবারের হাতে সাড়ে ছয় হাজার টাকা তুলে দেন। উল্লেখ্য, ১৮ই সেপ্টেম্বর জম্মু-কাশ্মীরের উরিতে আর্মি হেড কোয়ার্টারে ফিদায়েঁ জেহাদী হামলায় ভারতের ১৮ জন বীর সেনা নিহত হন। এদের মধ্যে ২ জন ছিল পশ্চিমবঙ্গের। গঙ্গাসাগরের বিশ্বজিৎ ঘোড়ই এবং হাওড়ার গঙ্গাধর দলুই। আগেই বিশ্বজিতের পরিবারের হাতে ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছিল। এদিন গঙ্গাধরের পরিবারকে সমপরিমাণ টাকা তুলে দিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। প্রসঙ্গত সংহতি সভাপতি, দিলীপভাই মেহেতো ছাড়াও সমীর গুহরায়, সুন্দরগোপাল দাস, টোটোন ওঝা, হাওড়ার ভারপ্রাপ্ত কর্মী মুকুন্দ কোলে এবং সংহতির শুভানুধ্যায়ী বিমল চৌধুরী এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক সংহতি কর্মী বাইক র‍্যালি করে আমতার ১০ নম্বর পোল থেকে গঙ্গাধরের গ্রাম পর্যন্ত সংহতি সভাপতিকে নিয়ে যায়।

বিকালে আমতা রোড খেজুরতলায় হিন্দু সংহতির কর্মীরা একটি সভার আয়োজন করে। সেখানে তপন ঘোষ হিন্দু সংহতির কর্মীদের করণীয় কর্তব্য কী তা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন। দিলীপভাই হিন্দু সংহতির কর্মীদের লড়াকু মানসিকতাকে অভিনন্দন জানান। সংহতি কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

হাওড়ার বাউরিয়ায় ভেঙে ফেলে দেওয়া হল শিবলিঙ্গ

গত ২৬শে নভেম্বর, গভীর রাতে হাওড়া জেলার বাউরিয়া থানার অন্তর্গত চকমধু জেলেপাড়ার একটি শিব মন্দিরে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। তারা মন্দিরের শিবলিঙ্গটি ভেঙ্গে খালে ফেল দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে এই দৃশ্য দেখে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খালের ধারে শিবলিঙ্গটি পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা পরে তুলে নিয়ে আসে।

উত্তেজনা প্রশমনে, ঐ দিন থেকেই এলাকায় এক বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনাটি ধামা চাপা দেওয়ার জন্য পুলিশ ভাঙ্গা শিবলিঙ্গটি তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তা মেনে না নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

১ম পাতার শেষাংশ

ধূলাগড়ে শতাধিক বাড়ি ধ্বংস...মহিলার শ্লীলতাহানি

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানির খবর চেপে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয় নি। এই দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকার ও ক্ষয়ক্ষতির বহু ছবি ও ভিডিও সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা বিশ্ব তা দেখেছে ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ফলে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও বাধ্য হয়েছে লোকদেখানো কিছু নড়াচড়া করতে। বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল ধূলাগড় গিয়েছেন। পুলিশ কাউকেই ঢুকতে দেয়নি। তাঁরাও ওই অজুহাত দেখিয়ে কোনও রকমে ক্যামেরার সামনে বিবৃতি দিয়ে ফিরে এসেছেন। বিজেপির ভুমিকা খুবই লজ্জাজনক। তাদের নব-নেত্রী ও সদ্য সাংসদ রূপা গাঙ্গুলী ধূলাগড় গিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সামনে বলে এসেছেন, 'হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সব ধর্মের মানুষই শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। কিছু বাইরের গুন্ডা এসে এখানে সেই শান্তি নষ্ট করেছে'।

দিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'ধূলাগড়ে কিছুই হয়নি'। অত্যন্ত হাস্যকর এই কথা। তাঁর প্রশাসনই সেখানে দাঙ্গাগ্রস্তদেরকে পরিবারপিছু ৩৫ হাজার টাকার চেক দিয়েছে। এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর পুলিশ তিনটি থানায় কমপক্ষে ছ'টি কেস দায়ের করেছে। আমাদের প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে তিনজন হিন্দু ও চল্লিশজন মুসলিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তারপরেও মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্য ওখানে কিছুই হয়নি।

সবথেকে লজ্জাজনক ভুমিকা পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল উভয়ের। এতবড় ঘটনাকে তারা সম্পূর্ণরূপে চেপে রেখেছিল। কোনও খবর তারা প্রকাশ করেনি। শুধুমাত্র সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে (ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েবপোর্টাল, ব্লগ) মানুষ জানতে পেরেছে। তারপর ন্যাশনাল হিন্দি চ্যানেল জি-নিউজ এই ঘটনাকে প্রথম প্রচার করে। তারপর অন্য চ্যানেলগুলিও এই ঘটনা কিছুটা প্রচার করতে বাধ্য হয়। এরজন্য সাঁকরাইল থানা জি-নিউজ চ্যানেলের বিরুদ্ধে ২৯৫-এ ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

ধূলাগড়ে ধূলা এখনও উড়ছে। কতদিনে পরিস্থিতি শান্ত হবে বলা মুশকিল। কিন্তু ধূলাগড় এক সংকেত দিয়ে গেল।২০১৬ সালের শুরুতেই ৩রা জানুয়ারী মালদার কালিয়াচক সেই একই সংকেত দিয়েছিল। বছর শেষ হল ধূলাগড়ের সংকেত দিয়ে। চারিদিক থেকে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায়, হিন্দুরা সেই সংকেত গ্রহণ করেছে। দিকে দিকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঘোলাবাজারে আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে হিন্দু সংহতি

গত ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত ঘোলাবাজারে আক্রান্ত হল হিন্দুরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর হিন্দু সংহতির ছেলেরা গ্রামে ঢোকার সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাদের উপর এলাকার মুসলিম ও আশেপাশের কিছু মুসলিম একসাথে দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার ছাড়াও তাদের বাড়ি ভাঙচুর-লুটপাট করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এলাকার পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হলেও সেখান থেকে কোনও সাহায্য পায়নি হিন্দুরা। হিন্দু

সংহতির পক্ষ থেকে বারুইপুর থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করেন এবং এই হামলার জন্য হিন্দুদেরকেই দায়ী করেন। মুসলিমদের আক্রমণে ৩জন হিন্দু গুরুতর আহত এবং বহু ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার খবরের পরেও ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে অসত্য তথ্য দেয় সেই পুলিশ আধিকারিক। নারান নাইয়া (৪০), দীপক নাইয়া (৩৪) এবং দীপু নাইয়ার (২৫) অবস্থা আশঙ্কাজনক। এছাড়া রুমা নাইয়া (৩৫) আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, মুসলমানরা মারধোর ও ভাঙচুর করার পর কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কিন্তু গোটা এলাকার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মুসলিমদের হাতে। ঐদিন মুসলিমরা পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছিল ফলে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

পরে পুলিশের উচ্চমহলে যোগাযোগ করার পরে ঘটনাস্থলে আরও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তারপর আহতদের গভীর রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে ২রা ডিসেম্বর সকালে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ যে হিন্দুদের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে বারুইপুর থানার পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে তারা অভিযোগ গ্রহণ করলেও কোনরকম প্রাপ্তি স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং ৪ জন অভিযোগকারীকে গ্রেপ্তার করে বলে খবর পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাদেরকে জামিন করানো হয়। হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে।

বাঙালির শক্তি নমঃশূদ্র জাতির সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি

তপন ঘোষ

বর্তমানে মতুয়া সম্প্রদায় ও নমঃশূদ্র জাতি বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ তাদের রাজনৈতিক ব্লক বা ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা। কিন্তু আলোচনা প্রায়শঃই নিরপেক্ষ ও তথ্যানুগ হয় না। বিশেষ করে দেশভাগের সময় নমঃশূদ্র জাতির বিখ্যাত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের আচরণ ও পাকিস্তানের সমর্থনকারী ভূমিকা নিয়ে অনেকের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভ অনেক সময় পুরো নমঃশূদ্র জাতির উপর গিয়েই পড়ে। ফলে তা অনেকসময় সমাজে সম্প্রীতি ও সংহতি নষ্টের কারণ হয়। তাই এ বিষয় একটু বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, ১৯৪৭-পূর্ব পূর্ববঙ্গের সামাজিক বাস্তবতাটা কিরকম ছিল, কিরকম ছিল বিভিন্ন জাতের (caste) মধ্যে সম্পর্ক, একদিকে কতটা তাচ্ছিল্য, আর একদিকে কতটা অভিমান ও অপমানবোধের ভাব, এগুলো জানা খুবই দরকার। আমি জানিনা আপনারা কতটা জানেন। পূর্ববঙ্গের দক্ষিণভাগের একটা বিরাট এলাকায় (মূলতঃ যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর জেলা) একটা বিরাট জাতি, প্রচণ্ড পরিশ্রমী, প্রচণ্ড সাহসী, অসম্ভব ধর্মপ্রাণ, তারা কিরকম ব্যবহার পেয়েছিল বাকিদের কাছ থেকে—আপনারা কতটা জানেন? আমি জানি। পূর্বতন ফরিদপুর জেলা, বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার ভেন্নাবাড়ি গ্রাম আমার দ্বিতীয় বাড়ি। ১০০% নমঃশূদ্র অধ্যুষিত। আপনারা কি জানেন এই 'নমঃশূদ্র' শব্দটা কবে সৃষ্টি, কার সৃষ্টি, কেন সৃষ্টি? তার আগে ওই নমঃশূদ্রদের কী নাম ছিল, কী নামে তাদেরকে উল্লেখ করতো ভদ্রলোকরা?

ভদ্রলোকদেরকে কী বলে সম্বোধন করতো নমঃশূদ্ররা? এখনো করে। বাবু বলে।

আমাকে যখন ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর বৃদ্ধ শ্রীপতি ঠাকুর 'বাবু' বলে ডাকলেন, লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। লজ্জায় আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। নিজের পরাজয় বলে মনে হয়েছিৎ। এত করেও ওদের সমান হতে পারলাম না! সেই পর থেকে গেলাম! আমি সবিনয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, আমাকে বাবু না বলতে। আমি জানি 'বাবু'-তে ভাল মন্দ অনেক কিছু আছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আছে বিভেদ, পার্থক্য, distinction, difference। আছে 'আমরা', 'ওরা'। এই পার্থক্য এই বিভেদের ভূমিতেই জন্ম নিয়েছে যোগেন মন্ডল। যোগেন বাবু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত হলে কি হবে, তাঁর বিরাট স্বজাতির লোকেরা যে অশিক্ষিত।

যদি না জেনে থাকেন তা হলে জানা খুবই দরকার যে "নমঃশূদ্র" শব্দটার জন্ম ১৯২১ সালে। তার আগে আপনাদের পূর্বপুরুষরা ওদেরকে বলতেন চাঁড়াল। হ্যাঁ, ওদেরকে আপনারা চাঁড়াল বলতেন। অনেকে বাড়ির ভিতরে এখনো বলেন। কি প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য, অপমান, অবজ্ঞা মিশে ছিল/ আছে এই শব্দটাতে—তা অনুভব করা অ-নমঃশূদ্রদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অথচ এটা ওদের প্রাপ্য ছিল না। আপনাদের জমির চাষ ওরা করেছে, আপনাদের গোসম্পদ ওরা দেখাশোনা করেছে, বাড়ির জিনিস ওরা বয়ে দিয়েছে, ধান ভেনে চাল করে দিয়েছে। আর তার থেকেও বড় কী জানেন? আপনাদের মন্দির, দেবমূর্তি, নারী ও সম্পদ শুধু ওদের জন্যই মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদে থেকেছে। আপনাদের জমিতে, সম্পদে ওরা লোভ করেনি। সারাদিন পরিশ্রম করে মূল্য হিসাবে যেটুকু ধান দিয়েছেন সেই চালের ভাত, আর পূর্ববঙ্গে অঢেল পাওয়া যায় শাপলা ডাঁটা আর মাছ—এতেই এরা সন্তুষ্ট ছিল।

কিন্তু জানেন তো, মহাকাল নামে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দেবতা আছে। তার প্রভাবের বাইরে কেউ নয়। বাবুরাও নয়। আর ওই চাঁড়ালরাও নয়। সেই দেবতার প্রভাবে ওই চাঁড়ালরাও পাল্টাতে লাগল। তাদেরও মান-অপমানের বোধ জাগা শুরু হল। খুব আস্তে আস্তে তারাও তাদের শ্রমের মূল্য ও সামান্য সম্মানের প্রত্যাশা করতে লাগল। কিন্তু বাবু-রা তা দিতে নারাজ। একেবারেই নারাজ। তখন থেকেই শুরু হল ফারাক, গ্যাপ। এই গ্যাপ আগেও ছিল। সেটা ছিল মেনে নেওয়া গ্যাপ। এবার হল—না মেনে নেওয়া গ্যাপ। ইতিমধ্যে আবির্ভাব হয়েছে যুগপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের ১৮১২ সালে। হ্যাঁ, আমি তাঁকে যুগপুরুষ বলেই মনে করি। তাঁর ভক্তরা তাঁকে ভগবান, পূর্ণব্রহ্ম মনে করেন। তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর এক বিরাট ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁদের অবদান সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করলে বড়ই অন্যায় হবে। তাই আমি বড় বিভ্রান্ত—কী করব? তাও বলি—হরিচাঁদ দিলেন ধর্ম, গুরুচাঁদ দিলেন কর্ম। এটা যে কতবড় কথা কি করে বোঝাবো? আগে ধর্ম, পরে কর্ম। ভিতে ধর্ম, উপরে কর্ম। কর্ম তো ওরা আগে থেকেই করতো। গুরুচাঁদ ওদেরকে দিলেন কর্মের বাঁধুনি, কর্মের মূল্যের জ্ঞান। আর তার জন্য প্রথাগত শিক্ষা। অনেকে জানলে অবাক হয়ে যাবেন, বিদ্যাসাগর মশায় শিক্ষাবিস্তারে যত স্কুল খুলেছেন, সম্ভবত গুরুচাঁদ ঠাকুর তার থেকেও বেশি স্কুল পূর্ববঙ্গে খুলেছেন। তিনি ইংল্যান্ড ফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাসাগরের নাম জানি, গুরুচাঁদের নাম জানি না। কারণ, ওই 'গ্যাপ'। ওই 'আমরা ওরা'। গুরুচাঁদ তো আমাদের নন। তিনি ওদের। তাই জানি না।

হে আমার সবর্ণের (General caste) লোকেরা, নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার ভাবুন তো—যে হরিচাঁদ এত মানুষকে ধর্ম দিলেন, তাঁর প্রতি আপনার মনে ভক্তি আসে কিনা? যে গুরুচাঁদ এত স্কুল খুললেন, তাঁর এই অবদানের কথা ভেবে মনে গর্ব হয় কি? এর উত্তর আপনি নিজে ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

ইতিহাসে সামান্য জ্ঞান যাদের আছে তারা জানেন একসময় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের একটা বিশাল সংখ্যায় মানুষ বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল সর্বনাশের মূল। তারপর বিধর্মী ইসলামিক আক্রমণে ওই বৌদ্ধরাই মুসলিম হয়ে গেল। কারণ যখনই তারা সনাতন ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ হয়েছিল তখনই তাদের ধর্মবিশ্বাসের গোড়াটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আগমন ও ইসলামের আক্রমণ—দুটোই ছিল প্রায় প্লাবনের মত। বন্যাতে যেমন ঘরবাড়ি ফসল সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামের প্লাবনে আমাদের সনাতন ধর্মেরও অনেক তত্ত্ব, দর্শন, প্রথা ও পরম্পরা ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং যারা ইসলামের তরবারির সামনে মাথা নত করল না, তারা প্রায় ধর্মহীন হয়ে গেল। তাদেরই মধ্যে যারা সমাজের উচ্চশ্রেণী, বাকি ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ একটু বেশি থাকার ফলে সনাতন ধর্মের রসদ তারা আবার সংগ্রহ করে নিল। কিন্তু ভীষণভাবে নদীনালা বেষ্টিত দুর্গম গ্রামাঞ্চলে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মূলতঃ কৃষিশ্রমিক, যাদের শহরের সঙ্গে যোগাযোগ কম, তারা প্রায় ধর্মহীন হয়ে গেল। শিক্ষার অভাব, সারাদিনের শ্রম, তারপর নেশা—তাদেরকে সামাজিকভাবে চরমভাবে পিছিয়ে দিল। বাঙালি হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণী তো ইংরাজের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়ে তাদের শাসনের/সাম্রাজ্যের দোসর হয়ে গিয়েছিল। ফলে ইংরাজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় জমিদারী তারাই পেল। তারাই হল 'বাবু'। কিন্তু চাষ করবে কে? বাবুরা তো চাষ করতে পারে না। বাবুদের হয়ে যারা চাষ করল, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের এই অংশের নিবাসী সেই মানুষদেরকেই বাবুরা 'চাঁড়াল' আখ্যা দিল। অত্যন্ত অপমানজনক এই শব্দটির পিছনে আর্থিক সামাজিক অনগ্রসরতা ছাড়া আর কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনি।

শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়

মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুল সামগ্রী বিতরণ

বক্তব্য রাখছেন ও ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করছেন আমেরিকা থেকে আগত অধ্যাপক শ্রী দিলীপ ভাই মেহেতা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় পা রাখল হিন্দু সংহতি। ১৪ই ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণখন্ড গ্রামের উত্তরপাড়ায় হিন্দু সংহতির আয়োজনে গ্রামের ১০০ জন বাচ্চাদের স্কুল ব্যাগ, টিফিন বক্স, জ্যামিতি বাক্স, রঙ পেনসিলের বাক্স, পেনসিল, রবার, স্কেল, পেনসিল কাটার ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত। স্কুলের সরঞ্জাম বিতরণে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন তপতী পাঁজা, প্রণতি দে ও ভারতী রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি শ্রী অমর কুন্ডু। গ্রামবাসীরা সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে ফাল্গুনী রুদ্র, বিশ্বজিৎ মজুদার, মিঠুন হাটুই, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়-এর দক্ষ পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান গ্রামের সার্বজনীন উৎসবের রূপ নিয়েছিল।

সংহতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ, সম্পাদক দেবতনু ভট্টার্চায, সুজিত মাইতি, টোটন ওঝা এবং সুদুর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন দিলীপ মেহেতা (হিন্দু মহাসভা)।

দুপুরে এলাকার মানুষের ব্যবস্থাপনায় সাদাভাত, ডাল, ফুলকপি আলুর তরকারি, আলু পোস্ত ও চাটনি খাওয়ানো হয়।

ঝাড়খন্ডে হিন্দু সংহতির শীতবস্ত্র বিতরণ

হিন্দু সংহতির কাজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ঝাড়খন্ডেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার বেশকিছু জায়গায় ইতিমধ্যেই সংহতির কর্মীরা সভা করে এসেছেন। এবার হিন্দু সংহতির উদ্যোগে গত ৩০শে নভেম্বর, ২০১৬ ঝাড়খন্ডের দেওঘরে বৈদ্যনাথধাম-এ এক শীতবস্ত্র বিতরণের অয়োজন করা হয়। সেখানে ৫০ জন আদিবাসী ছাত্রকে শীতের সোয়েটার বিতরণ করা হয় 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা আশ্রম' নামে একটি জনসেবামূলক ধর্মীয় সংস্থায়। দেওঘর রেল স্টেশনের কাছেই অবস্থিত এই আশ্রমটিতে স্থানীয় আদিবাসী ছাত্ররা পড়াশুনা করে। স্বামী রাধাকান্তানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমটির কর্ণধার। আশ্রম নিবাসীদের জন্যও ৪টি কম্বল দেওয়া হয়।

কিছুদিন আগে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ কর্মীসভা উপলক্ষে ঝাড়খন্ডে গিয়েছিলেন। তখন তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা আশ্রমটি পরিদর্শনে যান। সেই সময়ে রাধাকান্তানন্দজী মহারাজের সহকারী স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী মহারাজ সংহতি সভাপতিকে দরিদ্র আদিবাসী ছাত্রদের শীতবস্ত্র দানের অনুরোধ জানান। তপনবাবু তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি পত্রিকার প্রতিনিধিকে জানান, অতি অল্প সামর্থ্য নিয়ে তাঁদের এই প্রচেষ্টা আমার ভালো লেগেছিল। এই অঞ্চলে প্রচন্ড শীত পড়ে। তাই শীত পড়ার আগেই আশ্রমের ছোট ছোট আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামান্য শীতবস্ত্র দান করতে পেরে আমরা আনন্দিত। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে হাবড়ার ডাক্তার অঞ্জন বিশ্বাস এবং গাইঘাটার সঞ্জীব চক্রবর্তী কলকাতা থেকে সোয়েটারগুলো নিয়ে যান। তাঁদের উপস্থিতিতে মহারাজ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সোয়েটার গুলো তুলে দেন।

নবী দিবস পালন করতে দেওয়ার দাবি ঃ সাতদিন স্কুল বন্ধ

উলুবেড়িয়ার তেহট্ট স্কুলে তালা বন্ধ। অন্যদিকে প্রকাশ্য সভায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন জনৈক মৌলবী। পাশে বসে তারিফ করছেন ফুরফুরা শরীফের কাসেম সিদ্দিকী। বক্তা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পুলিশ অফিসারদের ব্যঙ্গ করছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

স্কুলে যদি সরস্বতী পূজা হতে পারে, তাহলে নবী দিবস হবে না কেন? এমনই প্রশ্ন তুলে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার তেহট্ট হাইস্কুলে নবী দিবস পালনের দাবী তুলল সংখ্যালঘু ছাত্ররা। বিদ্যালয়টির ৮০ শতাংশ ছাত্রই অবশ্য ইসলামিক সম্প্রদায়ের। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এই দাবী মানতে রাজী না হলে সংখ্যালঘু ছাত্ররা তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রদের ফর্ম ফিলাপের কাজ ব্যাহত হয়। অবশেষে ১৫ মিনিটের জন্য নবী দিবস স্কুলে পালন করার দাবী মেনে নিলে ৭ দিন পর স্কুল খোলে।

স্কুলে পালন করতে হবে নবীর জন্মদিন। কোনমতেই ওইদিন স্কুল বন্ধ রাখা যাবে না। স্কুলের মধ্যেই করতে দিতে হবে উৎসবের আয়োজন। কারণ স্কুলে প্রতি বছর সরস্বতী পূজা করা হয়। তাই এবার থেকে নবী দিবসও পালন করতে দিতে হবে। এমনই ইসলামিক ফাতোয়া না মানায় ৭ দিন ধরে তেহট্ট হাইস্কুল বন্ধ করে দিল সংখ্যালঘু ছাত্ররা।

কিন্তু এরই মধ্যে হাওড়ার ধূলাগড়ে ঘটে গেছে সাম্প্রদায়িক জেহাদী আক্রমণ। ফলে পরিস্থিতি যাতে আর উত্তপ্ত না হয় তাই উলুবেড়িয়ার সিআই স্কুলে নবী দিবস অনুষ্ঠান করার অনুমতি বাতিল করে দেয়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মুসলিম ছাত্র ও আসেপাশের ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষজন। কাসেম সিদ্দিকি তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে বলে সূত্রে প্রকাশ। গত ২৪শে ডিসেম্বর সকাল থেকেই মুসলিম ছাত্ররা স্কুলের সামনে জড়ো হতে থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের নির্দেশ মেনে নবী দিবস পালনে বাধা দিলে ছাত্র ও আসপাশের মুসলিম সমাজের লোকেরা স্কুল গেটের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। অনুমতির তোয়াক্কা না করেই স্কুল প্রাঙ্গনে স্টেজ তৈরি করতে শুরু করে। এই সময় হিন্দুরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল মল্লিক কে নবী দিবস বন্ধের জন্য ঘেরাও করলে তিনি প্রশাসনের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তেহট্ট হাইস্কুলে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে র‍্যাফও আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে নবীর সমর্থকেরা দ্রুত স্টেজ ও মাইক খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। প্রশাসন থেকে আপাততঃ স্কুলের মধ্যে নবী দিবস না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে উপপ্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রামীণ স্বরোজগারী দলের সদস্যকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ গৌরীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান সেকেন্দার শেখের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি স্থানীয় বিষ্ণুপুর থানায় জানালে পুলিশ কেস নিতে রাজী হয়নি। তাই তারা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তারপর থেকেই অভিযুক্ত সেকেন্দার শেখ বেশকিছুদিন এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর বিকেল তিনটে নাগাদ সেকেন্দারকে তার নিজের বাড়িতে দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তারপর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত উপপ্রধানকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি।

নির্যাতিতার অভিযোগ, পুলিশ কেস নিলেও সেকেন্দারকে গ্রেফতার করতে কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি। গত ১৬ই ডিসেম্বর নির্যাতিতাকে অভিযোগ তুলে নিতে জোর করে সেকেন্দার। কিন্তু নির্যাতিতা তা না শোনায় তার বাঁ হাত ভেঙে তাকে খালে ফেলে গা ঢাকা দেয় সেকেন্দার। বিষ্ণুপুর থানায় আবার অভিযোগ করেন ওই নির্যাতিতা।

বিক্ষোভরত গ্রামবাসীর হুঁশিয়ারি, ‘পুলিশ সেকেন্দারকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার না করলে আগামী দিনে তারা থানা ঘেরাও করতে পিছপা হবে না।’ তাদের আরও অভিযোগ সেকেন্দার পঞ্চায়েত উপপ্রধান বলেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করছে না।

হায়দ্রাবাদ বিস্ফোরণে ইয়াসিন ভাটকল সহ পাঁচ জঙ্গির ফাঁসির নির্দেশ

২০১৩-র ২১শে ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদের দিলসুখনগরের বিস্ফোরণে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। সেই মামলায় সম্প্রতি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন কো ফাউন্ডার ইয়াসিন ভাটকল সহ পাঁচ জঙ্গিকে দোষী সাব্যস্ত করেন গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। সম্প্রতি আদালত তাদের ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছে।

২০১৩ সালে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী শহর হায়দ্রাবাদে। তখনও পৃথক তেলেঙ্গনা রাজ্য গঠিত হয়নি। চার মিনারের শহরের ওই বিস্ফোরণে ১৮ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২০১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঘটা সেই বিস্ফোরণে মৃতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলাও ছিলেন। উক্ত ঘটনায় জখম হয়েছিলেন ১৩১ জন। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ঘটানো ওই বিস্ফোরণের তদন্ত করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ইয়াসিন ভাটকল ছাড়াও যাদের নাম রয়েছে তারা হল জিয়াউল রহমান, আসদুল্লা আখতার, তহসিন আখতার, আইজাজ শেখ ও রিয়াজ ভাটকল।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, রিয়াজ ভাটকলই এই বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড। রিয়াজের কাছে রয়েছে একটা পাকিস্তানের পাসপোর্ট। তদন্তে নেমে এনআইএ গোয়েন্দারা দেখেছেন তাকে পাকড়াও করা মোটেই সহজ নয়। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, দিলসুখনগরে বিস্ফোরণ ঘটাতে ১.২৫ লক্ষ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে পাঠিয়েছিল রিয়াজ একাই। বিস্ফোরণের পর সে ৭০,০০০ হাজার টাকা পাঠায় সৌদি আরবে তার সাঙ্গপাঙ্গদের। ইয়াসিন ভাটকলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখত রিয়াজ। হায়দ্রাবাদে বিস্ফোরণ ঘটাতে আসদুল্লা, তহসিন আখতার ও জিয়া-উর-রহমানকে ইয়াসিনের সঙ্গে ভিড়িয়েছিল রিয়াজ। ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল রিয়াজ। বিস্ফোরক তৈরির জন্য ৫০টি ডিটোনেটর জোগাড়ও করেছিল সে।

মহিলাদের চাকরির টোপ দিয়ে সহবাসের চেষ্টা

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদের কুপ্রস্তাব দেবার অভিযোগে গত ১৮ই ডিসেম্বর এক যুবককে গ্রেপ্তার করল উলুবেড়িয়ার জিআরপি। এদিন হাওড়ার ফুলেশ্বর স্টেশন থেকে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন প্রতারিত এক মহিলার আত্মীয়রা। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে বেধড়ক মারধোর করে তাকে তুলে দেয় জিআরপির হাতে। অভিযুক্ত ফরিদুল আলি মোল্লা পাঁচলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

ঘটনায় প্রকাশ, বেশ কিছুদিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার বাসিন্দা কর্মপ্রার্থিনী ওই হিন্দু মহিলার সঙ্গে কাজ খোঁজার সূত্রেই পরিচয় হাওড়ার স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম যুবক ফরিদুলের। মহিলার দাবি, সেই সময় ফরিদুল তাকে অভিষেক মন্ডল নামে পরিচয় দিয়ে জানান যে, সে পাঁচলার একটি বিখ্যাত বেসরকারি কোম্পানীর উচ্চপদে কর্মরত, এবং সে তাকে অতি সহজেই সেই কোম্পানীতে চাকরি পাইয়ে দিতে পারে। প্রস্তাবে রাজীও হয়ে যান ওই মহিলা। এই সূত্রে ইদানিং বেশ কিছুদিন ধরেই সেই যুবক ফোন করে মহিলাটিকে যে কোন প্রকারে একটি বায়োডাটা জোগাড় করেই তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে থাকে। কিন্তু এর মাঝেই হঠাৎ-ই শর্ত হিসেবে তার পরিবর্তে কোন একটি হোটেলে তাকে সহবাসের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

যুবকের পক্ষে এই কুপ্রস্তাব পেয়েই হতভম্ব এবং অত্যন্ত অসম্মানিত হয়ে ওই মহিলা তার বাড়ির লোকেদের কাছে পুরো বিষয়টি জানান। কষা হয় ছক। বাড়ির লোকের পরামর্শ অনুযায়ী ফরিদুলকে ফোন করে মহিলা তার সম্মতির কথা জানিয়ে ফুলেশ্বর স্টেশনে দেখা করতে বলে। পুরো ঘটনার কথা জানানো হয় উলুবেড়িয়ার জিআরপি-তে। সবুজ সংকেতও পাওয়া যায় রেল পুলিশের তরফে। সেই মত ১৮ তারিখ সকালে হাওড়ার ফুলেশ্বর স্টেশনে আসেন মহিলা। পাশাপাশি আসেন পরিবারের লোকজনও।

কিন্তু এত কিছুর পরেও অন্ধকারে ছিল ফরিদুল। ফলে স্টেশনে এসে মহিলার সাথে কথা বলার সময় অতি সহজেই হাতেনাতে ধরে ফেলেন মহিলার আত্মীয় ও স্থানীয়রা। মারধোর শুরু করার পরই বেড়িয়ে পরে অভিষেক ওরফে পাঁচলার বাসিন্দা ফরিদুল আলি মোল্লার আসল পরিচয়। এরপর তাকে তুলে দেওয়া হয় উলুবেড়িয়া জিআরপি-র হাতে। গত ১৯শে ডিসেম্বর তাকে আদালতে পেশ করা হয়।

জমিতে বেড়া দিতে গিয়ে আক্রান্ত হিন্দু পরিবার

ফুলকপির জমিতে বেড়া দিচ্ছিলেন সত্যনারায়ণ প্রামাণিক। তাই নিয়ে বচসা বাধে পাশ্ববর্তী মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে। তাতেই মারধোর করা হয় সত্যনারায়ণ বাবু ও তার ছেলেদের। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১লা ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলায় চাকুলিয়া থানার নিজামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাগরপুরে।

সত্যনারায়ণ প্রামাণিক ও তার দুই ছেলে উক্ত দিন তাদের ফুলকপির জমিতে তারের জালের বেড়া দিচ্ছিলেন। সাগরপুরে বসবাসকারী একমাত্র হিন্দু পরিবার প্রামাণিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমানরা ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের ছাগল এসে প্রামানিকদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেয়। এমনকি কপি ক্ষেতের পাশে প্রামাণিক পরিবারের গাছগুলিও মুসলমানরা জোরপূর্বক ব্যবহার করতো। বাধা দিতে গেলে এই গাছগুলি তারা নিজেদের বলে দাবি করত। তাই বেড়া দিতে গেলে পাশ্ববর্তী মুসলিম পরিবারগুলোর মধ্যে থেকে মহঃ মাসেফুল ও তার ছেলেরা, মহঃ তাফজুল, মহঃ রেজাউল, নাসেফুল তেড়ে আসে বলে বেড়া দেওয়া বন্ধ করতে হবে। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলার সময় মুসলিম যুবকেরা লাঠি দিয়ে সত্যনারায়ণ প্রামাণিকের মাথায় আঘাত করে। গুরুতর আহত সত্যনারায়ণবাবুকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। প্রথমে থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী করা হয়। কিন্তু থানা থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরে হিন্দু সংহতির চাপে থানা একটি এফআইআর করতে বাধ্য হয়। যদিও বিষয়টির এখন কোনও মীমাংসা হয়নি। স্থানীয় হিন্দু সংহতি প্রতিনিধি জানান যদি থানা কোনো ব্যবস্থা না নেয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে।

নন্দীগ্রামে ঝংকার ক্লাবে তান্ডব চালাল মুসলমানরা

গত ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে বিনা প্ররোচনায় একটি ক্লাবে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালাল মুসলিম যুবকেরা। বেশকিছু জিনিসপত্রও লুটপাট করে তারা। বাধা দিতে গিয়ে বেশ কয়েকজন ক্লাবের সদস্য আহত হয়েছে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঐ দিন রাত ১০টা নাগাদ পাশের জহুরী মোড় থেকে ঝংকার ক্লাবে আসে। ক্লাবের সদস্যরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিনা প্ররোচনায় মুসলিমরা ক্লাব ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করতে শুরু করে। ক্লাবের বেশ কিছু মালপত্তর তারা তুলে নিয়ে যায়। পরদিন ঝংকার ক্লাবের সমস্ত সদস্য ও গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করলে জহুরী অঞ্চলের মুসলিমরা প্রচুর সংখ্যায় এসে তাদের মারধোর করে। বেশকিছু দোকানপাটেও ভাঙচুর চালায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সেই সময়ে এলাকায় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও মুসলিমদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়নি। প্রায় ঘন্টা দুয়েক তান্ডব চালিয়ে বাজার থেকে মুসলিমরা চলে যায়। তারপর ঘটনাস্থলে র‍্যাফ আসে। সূত্রের খবর, পরদিনও এলাকায় র‍্যাফ মজুত ছিল। মাত্র ২০০ মিটার দুরে নন্দীগ্রাম থানা, তবু দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে ক্লাবকর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীরা জানিয়েছে।

আরামবাগের বলরামপুরে ধৃত ২

গত ২৪শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ ৩ যুবককে আরামবাগের বলরামপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বলরামপুরের একটি ফাঁকা জায়গায় এলাকাবাসী দেখে ঐ ৩ যুবক বসে মদ্যপপান করছে। সন্দেহজনক ও অপরিচিত মুখ দেখে এলাকাবাসী আরামবাগ থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসতে একজন পালিয়ে যায় এবং ২ জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। ধৃতদের নাম শেখ হাবিব ও শেখ বাপি। এদের বাড়ি আরামবাগের বাছানড়ি এলাকায়। পুলিশ একটি ছুরি, মদের বোতল, লোহার রড উদ্ধার করেছে। দুজনেই এলাকায় কুখ্যাত বলে পরিচিত।

হিন্দু সংহতির বার্ষিক কর্মীসভা

হিন্দু প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হল

গত ১৭-১৮ ডিসেম্বর কলকাতার বড়বাজারের বাঙ্গুর ধর্মশালায় হিন্দু সংহতির বার্ষিক কর্মীসভা হয়ে গেল। প্রায় ৩০০ জন প্রমুখ প্রতিনিধি নিয়ে এই সম্মেলন হল।

১৭ তারিখ শনিবার, ভারতমাতার ছবিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মীসভার শুভ সূচনা করেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। দুদিন ব্যাপী এই কর্মীসভায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

তপন ঘোষ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মুসলিম আগ্রাসনের কথা তুলে ধরেন। নবীদিবস উপলক্ষে হাওড়ার ধূলাগড় পাঁচলায় যে তান্ডব চালিয়েছে মুসলিমরা, তা ভয়ানক। অনেক জায়গা থেকেই মুসলিমদের আক্রমণের খবর আসছে বলে তিনি জানান। এমতাবস্থায় হিন্দু প্রতিরোধ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই। তিনি আরও বলেন, যেখানে যেখানে হিন্দু সংহতির কাজ আছে সেখানেই এই আক্রমণ অনেকটাই বন্ধ করা গেছে। কিন্তু অন্যত্র সাধারণ হিন্দু বড় অসহায়। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করেই বাঁচতে হয়। তাই সর্বত্র হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি সংহতি কর্মীদের বলেন, গ্রামে গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ আরও বাড়াতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি ও তাতে হিন্দু সংহতির কর্মীদের কি ভূমিকা হওয়া উচিৎ তা নিয়ে সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, যেখানেই ইসলামের দুষ্কৃতিরা কোনও অন্যায় করবে সেখানেই শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য হিন্দু সংহতির কর্মীরা যেন সব সময় এলাকায় সক্রিয় থাকে। একটা এলাকার সমস্যায় অন্য এলাকার সংহতি কর্মীরা যেন এগিয়ে আসে। এজন্য তিনি সংহতির প্রচার মাধ্যমকে আরও জোরদার করতে বলেন।

হিন্দু সংহতির কাজের সঙ্গে আইন বিষয়টা জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় দিন একটি বৈঠকে সংহতি কর্মীদের আইন বিষয়ে পরামর্শ দেন সংগঠনের সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও সহ সম্পাদক

সুন্দরগোপাল দাস। কোনও ঘটনা হওয়ার পর থানায় লিখিত অভিযোগ করা নিয়ে হিন্দুদের অনীহা দেখা যায়। অথচ অন্যায়কারীরাই আগেভাগে থানায় অভিযোগ করে রাখে। ফলে অন্যায়ের শিকার হওয়ার পরেও হিন্দুরাই বিপদে পড়ে যায়। এ ব্যাপারে সংহতি কর্মীদের তাঁরা সচেতন করেন।

সমাপ্তি ভাষণে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ কর্মীদের এলাকায় ফিরে গিয়ে শক্ত হাতে হিন্দু সংহতির কাজ করার নির্দেশ দেন। কর্মীসভা থেকেই আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আরও বড় করে করার আহ্বান জানান হয়। দুদিন ব্যাপী এই কর্মী শিক্ষণ শিবির সঞ্চালন করেন সংহতির উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে।

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে কোচবিহার থেকে উদ্ধার

শান্তিপুরের শ্রাবণী, গ্রেফতার শেখ অলিকুল ইসলাম

রাজ্যে নাবালিকা হিন্দু মেয়েদের ফুঁসলিয়ে অপহরণ করার প্রবণতা দিনকে দিন উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি হিন্দু সংহতির উদ্যোগে তেমনই এক নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার হল কোচবিহার থেকে। অভিযোগ, শান্তিপুর এলাকার ফুলিয়া অঞ্চলের মেয়ে ১৪ বছরের শ্রাবণী দাস (নাম পরিবর্তিত) কে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ফাঁসায় কোচবিহারের তুফানগঞ্জের লাভ জেহাদী শেখ অলিকুল।

খবরে প্রকাশ, নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়ার বাসিন্দা শ্যামাপ্রসাদ দাস (নাম পরিবর্তিত)-র ভাইয়ের তাঁত চালাতো অলিকুল, সংক্ষেপে অলি। গতবছর সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ বছর তেরোর শ্রাবণীর, যা প্রণয়ে পরিণত হতে দেরি হয়না মোটেই। বিষয়টি নজরে আসায়, বিপদ আঁচ করেই সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ির তাঁতের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় অলিকুলকে। কিন্তু অলিকুল গোপনে যোগাযোগ রাখত শ্রাবণীর সাথে।

ঘটনায় প্রকাশ, হঠাৎ-ই এই বছরের ১লা নভেম্বর (ভাইফোঁটার দিন) পাশের গ্রাম ফুলিয়া পাড়ায় পিসির ছেলেকে ফোঁটা দেবার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি স্থানীয় ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রীটি। উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে পাশের একটি সাইকেল গ্যারেজে সাইকেল রেখেই নিরুদ্দিষ্ট হয় শ্রাবণী। তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে ফোনে যতবারই যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তার মোবাইল সুইচ অফ থাকায় পরিবারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরই মাঝে শ্রাবণীর তার এক বান্ধবীকে ফোন করার সূত্র ধরেই অলিকুলের তাকে নিয়ে পালাবার ঘটনাটি প্রথম জনসমক্ষে আসে।

শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে বিষয়টি থানায় জানাতে গিয়ে কোন সুরাহা না হওয়ায় মেয়ের বাবা পেশায় তাঁত ব্যবসায়ী শ্যামাপ্রসাদবাবু যোগাযোগ করেন স্থানীয় হিন্দু সংহতির যুবকদের সঙ্গে। হিন্দু সংহতির চাপে পড়েই অবশেষে শান্তিপুর থানা এফআইআর (শান্তিপুর থানা, কেস নং-৫৬৪/১৬, তারিখ-০৬.১১.২০১৬) নিয়ে তদন্ত শুরু করতে বাধ্য হয়। পুলিশ, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩ এবং ৩৬৫ (আইপিসি) ধারায় মামলা রুজু করে। কিন্তু পুলিশের ঢিলামির কারণে জন্যই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, পুলিশের এই দায়সারা ভাবেই নাকি সেই নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে অভিযুক্তকে সাহায্য করে।

পরবর্তী ১৯শে নভেম্বর, থানায় প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর না পেয়ে পুনরায় ঐ মাসেরই ৩০ তারিখে কেসটির বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন হিন্দু সংহতির জনৈক প্রতিনিধি। কিন্তু পুলিশের তরফে অদ্ভুত উদাসীনতায় প্রমাদ গোনেন তিনি। এরপর বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে জেলাস্তরে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারীকের নজরে আনা হয় পুরো বিষয়টি। শেষপর্যন্ত তারই হস্তক্ষেপে নড়েচড়ে বসে শান্তিপুর থানা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশান থেকে মেয়েটির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। দেখা যায়, সে কোচবিহারে রয়েছে।

ফলতঃ ১লা ডিসেম্বরেই পুলিশের একটি অনুসন্ধানকারী দল শ্রাবণীর বাবাকে নিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায় এবং অবশেষে স্থানীয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে শেখ অলিকুলের খপ্পর থেকে তাকে উদ্ধার করে মেয়েটিকে তার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। নাবালিকা ফুঁসলিয়ে অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করা হয় লাভ জেহাদী শেখ অলিকুল ইসলামকে। আদালতের নির্দেশে সে বর্তমানে তুফানগঞ্জ জেল হেফাজতেই আছে।

লাভ জেহাদের শিকার সুস্মিতা সরকার

হাওড়ার উলুবেড়িয়ার জয়পুকুরের পর এবার 'লাভ জেহাদের' শিকার হল নদীয়ার নাকাশী পাড়ার সুস্মিতা সরকার।

স্থানীয় সূত্র মারফত খবর, নদীয়ার নাকাশীপাড়া বিলকুমারীর বাসিন্দা হজরত আলী মন্ডলের ছেলে ফারুক আহমেদ (গ্রাম ও পোস্ট- বিলকুমারী, নাকাশী পাড়া, নদীয়া) ওরফে বিবেকের হাতে গত ২৬শে নভেম্বর অপহৃতা হয় এলাকারই বসবাসকারী শ্রী অখিল সরকারের মেয়ে কুমারী সুস্মিতা সরকার। পরিবারটি দরিদ্র নমঃশূদ্র মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই জানা গেছে।

সুস্মিতার বাড়ি থেকে নাকাশীপাড়া থানায় অভিযোগ জানাতে গেল প্রাথমিকভাবে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। পরে খবর পেয়ে এলাকার হিন্দু সংহতির একটি প্রতিনিধি দল থানায় গিয়ে ওসি-র সাথে কথা বলেন। অবশেষে পুলিশ ডায়েরী নিতে বাধ্য হয় এবং একটি লিখিত অভিযোগ নেয়। জিডি নং-৮৬৫/১৬, তারিখ- ২৫.১১.১৬, ৩৬৩-৩৬৫ আইপিসি।

কিন্তু অপহরণের এই ঘটনার পর ৭২ ঘন্টা কেটে গেলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অপহৃতার বাড়ির পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সুস্মিতার পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ সব জানা সত্ত্বেও কোনরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাদের কাছে বহুবার অভিযোগ করার পরও তারা আমার মেয়েকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই করেনি। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওখানকার স্থানীয় হিন্দু মহিলারা। এমনকি আতঙ্কে দিনে দুপুরেও হিন্দু বাড়ির অভিভাবকেরাও তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

তীব্র নিন্দায় এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অপহৃতা সুস্মিতার অবিলম্বে মুক্তিসহ দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে এলাকার যুবকেরা হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে গত ২৯শে নভেম্বর বিকেল ৪টা নাগাদ অপহৃতার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নাকাশীপাড়া থানার সামনে এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচীর আহ্বান জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ লাভ জেহাদ সংক্রামক ব্যধির মত ছড়িয়ে পড়ছে।

ব্যাঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা

গত ২রা ডিসেম্বর সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত ১৪নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লী থেকে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম মাহে আলম শেখ ও আলি নওয়াজ শেখ। এরা ২ জন ময়ূরেশ্বর থানার ছোটতুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। এলাকার বেশকিছু মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত ধৃতরা। ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেবে বলত মাহে আলম শেখ ও আলি নওয়াজ শেখ। ঋণ দেওয়ার নামে ফর্ম ফিলাপ করতেও শুরু করে তারা। তার জন্য ৫০০ টাকা করে নেওয়া হত। শুক্রবার সকালেও তারা সাঁইথিয়া বিবেকানন্দ পল্লীতে আসে। সাধারণ মানুষও বোকার মত ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়ার লোভে ওই ২ জনের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করছিল। এই জটলা দেখে ১৪নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা অম্বিকা দত্ত ও কাজল দত্ত এগিয়ে গিয়ে ওই দুইজনের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বৈধ কাগজ দেখতে চান। কিন্তু তারা কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। এরপরই অম্বিকাবাবু থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। পুলিশ এসে দুইজনকে আটক করে নিয়ে যায়।

তৃণমূল নেতা অম্বিকা দত্ত বলেন, 'ঐ ২ জন ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ের জেরক্স নিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে ৫০০ টাকা করে নিচ্ছিল। ফর্ম ফিলাপের ৯০ দিনের মাথায় ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঋণের টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়।'

অভিযুক্ত মাহে আলম শেখ ও আলি নওয়াজ শেখ বলেন, 'আমরা নবারুণ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি এনজিও-র হয়ে কাজ করি। তার জন্য আমরা সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পেয়ে থাকি। ঐ এনজিও থেকে তীর্থ কুন্ডু নামে একজন আমাদের এই কাজ দেন। আমরা মাস দুই থেকে বিভিন্ন এলাকায় এই কাজ করছি।"

এদিকে নবারুণ এন্টারপ্রাইজ এনজিও-র ফিল্ড অফিসার তীর্থ কুন্ডু বলেন, "এই নামের কেউ আমাদের অফিসে কাজ করেন না। তাছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের ফর্ম ফিলাপের জন্য কারও কাছ থেকে কোনরকম টাকা নেওয়া হয় না। এর পরেও কেউ যদি কেউ এই কাজ করে থাকে তাহলে সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে প্রাণ দিল নাবালিকা

'লাভ জেহাদি' শেখ সাইদুলের মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে ফেঁসে অকালে ঝরে গেল একটি তাজা প্রাণ, নাম বিপাশা মন্ডল। গত এপ্রিলে হাওড়া উলুবেড়িয়ার আমড়াগোড়ির চকজনার্দনের বাসিন্দা শেখ সাইদুলের মিথ্যা প্রেমের জালে ফাঁসায় ঐ এলাকারই জয়পুর থানার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা তথা দলিত পরিবারের মেয়ে বিপাশা মন্ডলকে (১৫)। তারই নির্মম পরিণতিস্বরূপ গত ২০ নভেম্বর বিকালে বাগনান স্টেশনের ৪নং প্লাটফর্মে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে স্থানীয় জয়পুর সুরঙ্গময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী বিপাশা মন্ডল।

মতুয়া সম্মেলনে হিন্দু সংহতির সভাপতি

উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগর কাউগাছি এলাকায় মতুয়া মহাসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে ২৩শে ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির সভাপতি মাননীয় তপন ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার মানুষের এই সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সংহতি সভাপতি বর্তমান হিন্দু সমাজে মতুয়া সম্প্রদায়ের অবস্থান বর্ণনা করে তাদের সংঘবদ্ধ লড়াই-এর ভূয়শী প্রশংসা করেন। এছাড়া ধর্মসংস্থাপনে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও শ্রদ্ধেয় পি আর ঠাকুরের অবদান উল্লেখ করে তাদেরই প্রদর্শিত পথে সমগ্র হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে আহ্বান জানান। উল্লেখ, সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আগত ভক্তপাগল, সাধু ও হরিভক্তদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানে সংহতি সভাপতি সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুজিত মাইতি, ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব চ্যাটার্জী, সন্দীপ বসু ও রাজা দেবনাথ। মেলাটি চলবে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে হাওড়ার উনসানি ও দঃ ২৪ পরগণার মল্লিকাটিতে কম্বল বিতরণ

হিন্দু সংহতি ও সালাসর ভক্তবৃন্দ কলকাতার উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত মল্লিকাটি গ্রামে শীতের কম্বল বিতরণ করা হল। গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত। অত্যন্ত দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে প্রায় ২২৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

অঞ্চলের হিন্দু সংহতি কর্মীর উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি হয়। কম্বল বিতরণের পূর্বে সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সালাসর ভক্তবৃন্দকে এই সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানায়। সালাসর ভক্তবৃন্দের পক্ষে সন্তোষ মোদী এইরকম একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য হিন্দু সংহতিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এবং তার সংগঠন এই রকম আরও সামাজিক অনুষ্ঠান করবেন বলে জানান। এরপর একে একে দরিদ্র মানুষের মধ্যে সংহতি সভাপতি ও সালাসর সংগঠনের কর্মীরা কম্বল বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে এলাকার হিন্দু সংহতি কর্মীদের কাজ ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন মল্লিকাটি গ্রামের কর্মী লাল্টু ও বাপ্পা। তাদের সহযোগিতা করেন অনিল দলুই, সাগর হালদার ও স্বপন মন্ডল।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, রবিবার হিন্দু সংহতি ও সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের যৌথ উদ্যোগে কম্বল বিতরণের একটি অনুষ্ঠান হয় হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের উনসানি জেলেপাড়ায়। ১২৫ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দে, সমীর গুহরায়, সুজিত মাইতি, ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দ কোলে। সাঁকরাইল ব্লকের সংহতির কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় পোদ্দার ও তাঁর পরিবার। তাঁরা নিজের হাতে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। অভিভূত সঞ্জয়বাবু এরকম সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে হিন্দু সংহতির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তাঁদের এই সহযোগিতা হিন্দু সংহতির কাজে খুবই সাহায্য করবে।

কাটোয়ায় মন্দিরে গরুর কাটা পা ফেলা নিয়ে চরম উত্তেজনা

বর্ধমানের কাটোয়া ক্রমেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কাটোয়ার পানুহাট দাসপাড়ায় একটি গ্রহরাজ মন্দিরের ভিতর গরুর গোটা পা কেটে ফেলে দিয়ে যায় মুসলিম দুষ্কৃতিরা। ঠিক একই জায়গায় প্রায় ৯বছর আগে কালীপুজোর সময় একটি কালীমূর্তিও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে গত ১১ই ডিসেম্বর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘটনাটি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী উপস্থিত হয়। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে একটি এফআইআর দায়ের করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গত ১২ই ডিসেম্বর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য র‍্যাফ নামানো হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গ্রহরাজ মন্দিরের পিছনেই একটি কবরস্থান আছে। দাসপাড়া থেকে প্রায় ২০০মিটার দূরেই মুসলিম পাড়া। আর মুসলিম পাড়ার সঙ্গে দাসপাড়ার সংঘাত আগেই ছিল।

গ্রহরাজ মন্দিরের পাশেই কালীপুজো হয়। ২০০৭ সালে কালীপুজোর সময় কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি প্যান্ডেলে হামলা চালিয়েছিল। ২২জন মুসলিমের নামে এফআইআর করা হয়। বর্তমানে এই কেসটি আদালতে বিচারাধীন। কালীমূর্তি ভেঙে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু কালীপুজো আজও বন্ধ হয়নি। তখন থেকেই জায়গাটার নাম হল ভাঙাকালী।

কলকাতায় কোয়েনরাড এলস্ট

হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের আহ্বানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বেলজিয়ামবাসী কোয়েনরাড এলস্ট ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় এলেন। নেতাজী সুভাষ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং শ্রী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। মনোজ্ঞ রচনা ও অসাধারণ বুদ্ধিদৃপ্ত ভাষণের জন্য মিঃ এলস্ট সারা বিশ্বে অতি পরিচিত মুখ। পরবর্তী দুদিন সংহতি সভাপতি ও তাঁর বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন।

১০ তারিখ সকালে দক্ষিণ কলকাতায় এক সংহতি সমর্থকের বাড়িতে হিন্দু সংহতির কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক হয়। সেখানে তপন ঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম আগ্রাসন এবং ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিষয়টি মিঃ এলস্ট-এর কাছে তুলে ধরেন। কোয়েনরাড এলস্ট বলেন, এ সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, জেহাদী সন্ত্রাসের শিকার আজ সারা বিশ্ব। বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। ১১ তারিখ কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরীতে তিনঘন্টা ব্যাপী এক আলোচনা চক্রে বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার পর এক প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে। উল্লেখ্য যে, মিঃ এলস্ট দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও হিন্দুত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তিনি হিন্দুত্ব বিষয়ে ২০টি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। এছাড়াও বিশ্বে ইসলামিক সমস্যা নিয়ে ডাচ্ ভাষায় ৪টি বই লিখেছেন।

সারেঙ্গার রাসমেলা উদ্বোধন করলেন সংহতি সভাপতি

১৮ই ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির নবম বার্ষিক বৈঠক শেষ হওয়ার পর সংহতি সভাপতি মাননীয় তপন ঘোষ দুটি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সারেঙ্গা রাসমেলা এবং মানিকপুর বেলতলার সন্তোষী মাতার পূজার উদ্বোধন করেন। বহু প্রাচীন এই সারেঙ্গার রাসমেলা। তপনবাবু ভারতমাতার মূর্তিতে মালা পরিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে রাসমেলার শুভ সূচনা করেন। সেখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বাচ্চাদের মধ্যে প্রাইজ বিতরণ করেন তিনি। এরপর মানিকপুর বেলতলার মিতালী সংঘের সন্তোষী মাতার পূজার উদ্বোধন করেন তিনি। অঞ্চলটি হিন্দু সংহতির শক্ত ঘাঁটি। তিনি কর্মীদেরকে সমস্তরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময়ে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করার জের ঃ খুন হল হিন্দু যুবক

ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তারা। হিন্দু সম্প্রদায়ের সোনু সিং (২২) ও মুসলিম সম্প্রদায়ের দানিস্তা (২১)। কিন্তু মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করায় চরম মূল্য দিতে হল সোনুকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে খুন করল দানিস্তার ভাইয়েরা। গত ৯ই ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের মীরাটের বাবুঘাট থানার অন্তর্গত কুচেশ্বর চৌপালটো গ্রামে এমনই নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটল প্রকাশ্য দিবালোকে।

দানিস্তার সঙ্গে সোনুর ভালোবাসার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মেয়েটির বাড়িতে আপত্তি থাকায় দু'মাস আগে তারা পরস্পরের ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করাটা দানিস্তার পরিবার মেনে নিতে পারেনি। এই নিয়ে পঞ্চায়েতেও ডাকা হয়। কিন্তু সোনু ও দানিস্তা পরস্পরের কাছে থাকবে বলে পঞ্চায়েতকে জানায়।

পরদিন অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সোনু যখন তার বাড়ি থেকে কাজে যাচ্ছিল তখনই তাকে দানিস্তার ভাইরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। তালিব, আসিফ, তাসলিন-দানিস্তার তিন ভাইয়ের সঙ্গে তাদের দুই বন্ধু আমির এবং জাফরও এই আক্রমণে যোগ দেয়। এলোপাথারি সোনুকে কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই সোনুর মৃত্যু হয়। তার চিৎকার শুনে দানিস্তা তাকে বাঁচাতে এলে তার ভাইরাও তাকে হত্যা করে।

জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আর পান্ডে বলেন, বিষয়টি জানানোর পর পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তালিবকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। তবে তাড়াতাড়ি তাদেরকেও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। বাবুঘাট থানার এসএইচ ও এস কে দাহিয়া বলেন, ৬ জনের নামে এফআইআর দায়ের করে একটি কেস চালু করা হয়েছে।

হিন্দু সংহতি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল হিন্দু দেবতার ৭টি মন্দির

বাংলাদেশে ফের হিন্দু মন্দিরের উপর হামলা। দুটি পৃথক ঘটনায় দুটি মন্দিরে হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিরা। ভেঙে ফেলা হয় ৭টি দেবী মূর্তি। প্রথম ঘটনাটি নেত্রকোনা জেলার ময়মনসিংহোরোহি গ্রামে। এখানে একটি মন্দিরের ৪টি মূর্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি উত্তর-পশ্চিম পাবনা জেলায়। অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

৪ঠা ডিসেম্বর সকালে ময়মনসিংহোরোহি গ্রামের বাসিন্দারা আমিনপুরের শরিফপুর কালী মন্দিরের দরজা খোলা দেখেন। তারপর মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই দেখেন মন্দিরের শিব-কলী, সরস্বতী টুকরো টুকরো করে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। পাশাপাশি, দেবতার ৪টি মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ তদন্ত শুরু করে দেয়। নেত্রকোনা সদরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার শাহনুর-ই আলম জানিয়েছেন, ‘‘মন্দির ভাঙার নমুনা সংগ্রহ করেছি। প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি, মন্দিরের দরজা তালাবন্ধ ছিল না। যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পাবানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বেরা মহকুমায় একটি মন্দিরের ৩টি কালী মূর্তি ভাঙা হয়েছে। অনুমান ভোরের দিকে দুষ্কৃতিরা মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলে।

ফকিরহাটে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার ব্রাহ্মণরাকদিয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একটি হিন্দু পরিবারের উপর হামলা চালাল স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। তাদেরকে মারধোর করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের কিছু লোক গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে এই হামলা চালায়। ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু পরিবারটির পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে।

ভুক্তভোগী পরিবারটির পক্ষ থেকে জানান হয়, ব্রাহ্মণরাকদিয়া গ্রামের সুভাষ চন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী তপতী দে অন্যত্র চলে যান। যাওয়ার আগে তিনি তার মৃত স্বামী সুভাষ চন্দ্র দে-র ভাগনী পারুল হালদারকে বাড়ী দেখাশোনার জন্য রেখে যান। এরপর পারুল হালদার তার স্বামী-সন্তান নিয়ে ঐ বাড়ীতেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। কিছুদিন আগে পাশ্ববর্তী একটি প্রভাবশালী মহলের লোকজন উক্ত বাড়ীটি ক্রয় করেছেন বলে দাবী করেন। যদিও তারা বাড়ীটি ক্রয় করার কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। পারুল দেবী ভিটেমাটি ছাড়তে অস্বীকার করলে ৩ তারিখ কিছু মুসলিমব্যক্তি বাড়ীটির দখল নিতে আসে। তারা ঘরদোর ভাঙচুর করার সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র বাইরে ফেলে দিতে থাকে। বাধা দিতে গেলে পারুল হালদার, তার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যদের মারধোর করা হয় বলে সূত্রে প্রকাশ। পুলিশ এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করে ও পারুল হালদারদের আশ্বস্ত করে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ইসলামিক চাপে বাংলাদেশের হিন্দুরা দিশেহারা। পারুলদেবীরাও তাই ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন।

রসদে টান পড়ায় বাংলাদেশে পালাতে ব্যস্ত জঙ্গিরা

জাল নোট ও কালো টাকার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের আর্থিক পরিকল্পনায় এবারে ভাঁড়ারে টান পড়েছে জঙ্গিদের। ফলে বাংলাদেশে পালানোর ফিকির খুঁজছে জামাত-উল-মুজাহিদিনের জঙ্গিরা। কারণ, জাল নোটের কারবার এবং সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচারই ছিল তাদের মূল উপার্জন। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশজুড়ে পুরানো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করায় জাল নোটের কারবার এখন পুরোপুরি বন্ধ। এমন কী দুবাই থেকে চোরাপথে সোনার বিস্কুট আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে এই উভয় সংকটের জেরে এ রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা জামাত-উল-মুজাহিদিনের সদস্যদের আর্থিক জোগান তলানিতে ঠেকেছে। তাই পকেটে টান পড়ায় জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আপাতত বাংলাদেশেই পালানোর পরিকল্পনা করেছে।

গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিভাগ অঞ্চলই উন্মুক্ত। কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত নেই। সেই সুযোগে মৌলবাদী সংগঠন বাড়ানো ও ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে বহু জামাত জঙ্গি নেতা ঢুকে পড়েছে। তারা এই রাজ্য থেকে জাল ভোটার ও আধারকার্ড বানিয়ে ভারতীয় নাগরিক সেজে লুকিয়ে রয়েছে। জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর জন্য যে পর্যাপ্ত টাকার প্রয়োজন, তার জোগান আসত ভারতে জাল নোট ঢুকিয়ে এবং দুবাই থেকে সোনা পাচার করে। পাকিস্তানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জাল নোট ছাপান হত। তারপর এই রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে কোটি কোটি টাকার জাল নোট ঢোকান হত।

এক গোয়েন্দা অফিসার জানান, একটি ১০০০ টাকার নোট ছাপাতে ১২-১৭ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ এক হাজার টাকায় ৯৮৩-৯৮৮ টাকা লাভ। এই জাল নোট ভারতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে ওই জাল নোটের কারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। জঙ্গিদের দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল, সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচার। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ দুবাইয়ের পাচারকারীরা সোনার বিস্কুট আচমকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, দুই দেশের সোনা পাচারকারীদের পাশাপাশি জঙ্গিদেরও মাথায় হাত পড়ে গেছে।

(সূত্র ঃ বর্তমান, ১৪ই ডিসেম্বর, বুধবার)।

গোপালগঞ্জে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

গোপালগঞ্জের রঘুনাথপুর কোটবাড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে দেবী মূর্তি ভাঙচুর করল কিছু মুসলিম যুবক। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার সাধারণ হিন্দুরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করল। দুষ্কৃতিদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য থানায় একটি লিখিত দরখাস্ত দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, ৫ই ডিসেম্বর রাতে কালীপূজা উপলক্ষে রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়া মডেল প্রাইমারি স্কুল মাঠে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কয়েকজন বখাটে মুসলিম যুবক দল বেঁধে অনুষ্ঠান দেখতে আসে। অনুষ্ঠান চলাকালীন তারা অশ্লীল আচরণ করছিল বলে কালীপূজা কমিটি জানিয়েছে। এমন কি অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে তারা হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত করতে থাকে। এই সময় স্থানীয় হিন্দুরা তাদের বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। হিন্দুদের প্রবল বাধায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এতেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে কোটাবাড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে হামলা চালায় এবং মন্দিরের সরস্বতী, কার্তিক, দুর্গা ও অসুরের মূর্তি ভাঙচুর করে।

মন্দিরের পূজারি গীতা বিশ্বাস জানান, রাত সাড়ে ১২টার দিকে চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বের হই। দেখি, ১০-১৫ টি মুসলিম যুবক লাঠিসোটা নিয়ে মন্দিরে ভাঙচুর করছে ও দেব-দেবী নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে ফেরা মহিলারা গীতা বিশ্বাসের বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিপন বিশ্বাস জানান, ‘এই ঘটনায় আমরা মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এটা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।’ ঘটনার খবর পেয়ে গোপালগঞ্জের এএসপি (সার্কেল) আমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শক করেন এবং দোষীদের খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

তুরস্কে সেনাবোঝাই বাসে বিস্ফোরণে নিহত ১৩, আহত ৪৮

মধ্য তুরস্কের কায়সেরি প্রদেশে এক বিস্ফোরণে ১৩ জন সেনা নিহত ও ৪৮ জন সেনা আহত হয়েছেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর (শনিবার) এরসিয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কাছে ঘটনাটি ঘটে। সেনাবাহিনীর একটি বাসকে লক্ষ্য করে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ডিউটি শেষ করে ওই বাসে করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ফিরছিলেন।

ঘটনার পরই তুরস্কের সুপ্রিম বোর্ড অফ রেডিও ও টেলিভিশনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয়েছে। বিস্ফোরণস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া মৃহদেহ ও আহতদের ছবি, ফুটেজের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিহত সৈনিকরা কমান্ডো ব্রিগেডের সদস্য ছিলেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল। বিস্ফোরক মজুত করা গাড়িটির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা সশব্দ ফেটে যায় গাড়িটি। বিস্ফোরণের প্রচন্ড তীব্রতায় মাটি থেকে উঠে যায় বাসটি। তুরস্কের সেনাবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই বিস্ফোরণে ১৩ জন সেনা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৮ জন।

বাংলাদেশি মুদ্রা সহ আটক ৬

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সিআইএসএফ ছয় ভারতীয়কে প্রচুর বাংলাদেশি মুদ্রা-সহ আটক করল। ধৃতদের নাম এস কে কবীর, রিজওয়ান উজমা, ওয়ারিশুল হক, মাজার হোসেন, দিলওয়ার হোসেন, শাকিল আহমেদ। পরে তাদের শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায়, ধৃতরা চিনের কুন মিং প্রদেশে যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে এসেছিল। এমইউ ৫৫৬ নং বিমানে তাদের যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে প্রবেশ করার পর সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় স্ক্যানারে দুষ্কৃতিদের ব্যাগে কিছু সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে মনে হওয়ায় জেরা শুরু করে সিআইএসএফ। জেরায় জানা যায় তাদের ব্যাগে প্রচুর পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রা আছে। কিন্তু বাংলাদেশি টাকা কীভাবে তাদের হাতে এল এবং এই টাকা তারা কী কারণে ব্যাগে করে কুমিং নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল, তার সঠিক উত্তর দিতে না পারায় সিআইএসএফ এই ছয় অভিযুক্তকে শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেয়।

হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম ঢুকে পড়েছে ভারতে

জম্মু-কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী জম্মুর সেটেলমেন্ট কলোনীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে পাঁচ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম। এরা সকলেই মায়ানমার থেকে বিতারিত। গত ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সাহিদ এমনটাই বলেন। আনুমানিক ১২১৯টি রোহিঙ্গা পরিবারের ৫১৭০ জন সদস্য ওই এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে বলে তিনি জানান।

মায়ানমার সরকার ১৯৮২ সালে সে দেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিকত্ব খারিজ করে দেয় এবং এখনও পর্যন্ত তাদের সে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ‘পৃথিবীর সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়’ বলে রোহিঙ্গাদের উল্লেখ করা হলেও সে দেশে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়েই মায়ানমার সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ। এদেরই অধিকাংশ জড়ো হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে। প্রধানত জম্মুর নারওয়াল জেলাতেই তারা বসতি গড়ে তুলেছে।

জম্মু অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে ৪৯১২ জনের ‘ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশনার ফর রিফিউজি’-র কার্ড রয়েছে এবং ১৮৬ জন ব্যক্তি কার্ডবিহীন। এমনটাই জানিয়েছেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ, যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও দেখাশোনা করেন। রাজ্য সরকার এই রোহিঙ্গাদের মৌলিকত্বকে অস্বীকার করে। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এই রোহিঙ্গাদের বাচ্চাদের ৬টি মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হবার পর প্রায় ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে।

ভারতে হামলা চালাতে কোটি টাকা ‘ইনাম’ পাকিস্তানের

নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে জঙ্গিদের অবৈধ উপায়ে ঢুকতে উৎসাহ দিচ্ছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, ভারতে ঢুকে হামলা চালাতে পারলে জঙ্গি পিছু এক কোটি টাকা করে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদ। ফিদায়েঁ বিস্ফোরণে মারা গেলে জঙ্গিদের পরিবারকে মোটা অর্থের টাকা দেবে পাকিস্তান। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের কাছে এই বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ‘জম্মু ও কাশ্মীর আমান ফোরাম’-এর নেতা সর্দার রইস ইনকিবালি।

তিনি বলেছেন, ‘খুনে জঙ্গিদের ভাড়া করেছে পাকিস্তান’। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢুকে জঙ্গিদের এক কোটি টাকা করে ইমাম দিচ্ছে ইসলামাবাদ। জঙ্গিদের বলছে, গায়ে বোমা বেঁধে ঢুকে যাও ভারতে। পাকিস্তানের জঙ্গি নীতির পর্দা ফাঁস করে দিয়ে ইনকিবালি আরো জানিয়েছেন, খোদ নওয়াজ শরিফের প্রশাসন সে দেশে জঙ্গিগোষ্ঠীদের পাকিস্তানের মাটিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, আইন বাঁচিয়ে তাদেরই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অপারেশনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। ওই জঙ্গিদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করছে কুখ্যাত পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও পাক রেঞ্জার্স। পাক অধিকৃত কাশ্মীর জঙ্গিদের কাছে ‘মুক্তাঞ্চল’ বলেও দাবি করেছেন ইনকিবালি। তাঁর যুক্তি, জঙ্গিদের উপর ‘ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান’ বা ছদ্ম নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে ইসলামাবাদ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট মোতাবেব, লস্কর-ই-তৈবা, লস্কর-ই-ঝাংগভি, হিজবুল মুজাহিদিন সহ অন্যান্য পাক জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রায় ১০০ জনেরও বেশি সদস্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘাঁটি তৈরি করে অপেক্ষা করছে। কোনও সুযোগ পেলে ভারতে ঢুকে হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা।

ঝাড়খন্ডের পর আসামের মাটিতে পা রাখল হিন্দু সংহতি

আসামের শিলচর শহরে হিন্দু সংহতির ডাকে হিন্দু যুব সম্মেলন

গত ২রা ডিসেম্বর আসামের শিলচর শহরে হিন্দু সংহতির আহ্বানে আয়োজিত হল হিন্দু যুব সম্মেলন। গান্ধি ভবনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের তরুণ সন্ন্যাসী পার্থ মহারাজ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ।

শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষিত শুক্রবার মাদ্রাসা খোলা রাখার সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি বলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার কেন্দ্র হল মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাগুলোতে যেহেতু সাধারণ পড়াশোনা হয় না, তাই এগুলোকে শিক্ষাবোর্ডের আওতায় আনার কোনও যুক্তি নেই। পাশাপাশি সরকারী মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। অথচ দেশের তৎকালীন নেতৃত্বের চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার ফলে জন বিনিময় হল না। আজ আমাদের সেই ঐতিহাসিক ভুলের ফল ভুগতে হচ্ছে। দেশের পূর্বভাগের জনবিন্যাস পাল্টে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে মুসলিম জনসংখ্যা। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে আর একবার দেশভাগ।

ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের মানসিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এদেশের মুসলমানেরা ভারতকে মাতৃভূমি মনে করে না। তারা এই ভূমিকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধভূমি মনে করে। এই ভূমিতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য। ক্রমাগত জনসংখ্যা বাড়িয়ে তারা এই দেশ দখল করতে চাইছে। আর দেশের রাজনৈতিক নেতারা ভোটের লোভে মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাই হিন্দু যুবকদের আজ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই সমস্যার প্রতিকার করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্থ মহারাজ বলেন, ভারতের হিন্দুদের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী গান্ধি এবং নেহেরুর ভুল নীতি। তিনি গান্ধি-নেহেরুর তীব্র সমালোচনা করে বলেন গান্ধিজীর ভুমিকা যদি ধৃতরাষ্ট্রের মত হয়, তাহলে নেহেরুর ভুমিকা হল দুর্যোধনের মত। তিনি বলেন, আগামী দিনে হিন্দুরা গান্ধিকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে এবং তাঁর ছবি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তিনি উপস্থিত জনতার সামনে হিন্দুদের একতার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংহতির সাধারণ সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য। সভার সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী শিবতোষ চৌধুরী।

আসামে সাংবাদিক সম্মেলনে সংহতি সভাপতির আহ্বান

শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন এবং হিন্দু যুব সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সীমা পেরিয়ে আসামে শুরু হল হিন্দু সংহতির কাজ। গত ১লা ডিসেম্বর কুম্ভীরগ্রাম বিমান বন্দরে পৌঁছানোর সাথে সাথে শতাধিক যুবক যুবতী হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে অভ্যর্থনা জানান। বিমান বন্দর থেকে শিলচর যাওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় উৎসাহী হিন্দু জনতা গাড়ী থামিয়ে শ্রী ঘোষকে স্বাগত জানান। শ্রী ঘোষের সাথে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন সংহতির সাধারণ সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি র অন্যতম সদস্য ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই দিন বিকাল চারটায় শিলচর শহরে তপন ঘোষের সাংবাদিক সম্মেলনে বরাক উপত্যকার বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমগুলির সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। পরিচয় পর্বের পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে হিন্দু সংহতির লক্ষ্য এবং কর্মধারার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন শ্রী ঘোষ। তিনি বলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার উপরে নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা চলবে না। কারণ আসামের নয়টি জেলায় ইতিমধ্যেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। বাংলা এবং আসামকে এই ইসলামিকরণের হাত থেকে রক্ষা করতে গ্রামে গ্রামে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন নির্যাতিত হিন্দুরা সেখান থেকে যেভাবে প্রতিদিন নীরবে ভারতে পালিয়ে আসছেন, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার হিন্দু একসাথে ভারতে আসুন। এতে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সারা বিশ্ব জানতে পারবে এবং বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরী হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকারকেও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র কূটনৈতিক বার্তালাপ নয়, বরং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সারা বিশ্বজুড়ে ইসলামের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হচ্ছে। ভারতে নরেন্দ্র মোদীর এবং আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় তারই ইঙ্গিত। ভারতের 'সেকু - মাকু'দের বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, এদের কারণেই ভারতে হিন্দুদের অস্তিত্ব সঙ্কটে। এরা হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হলে চোখ বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু মুসলমানদের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলেই রে-রে করে ওঠেন।

ওই দিন স্থানীয় নিউজ চ্যানেলগুলিতে শ্রী ঘোষের সাংবাদিক সম্মেলন দেখানো হয় এবং পরের দিন স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর বক্তব্য ফলাও করে ছাপা হয়।

জাল নোট পাচার চক্রের চাঁই গ্রেফতার

জালনোট পাচার চক্রের চাঁইকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। গত ২৩শে ডিসেম্বর আব্দুল সালাম ওরফে পোদি নামক জালনোট পাচারকারীর পান্ডাকে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে গ্রেফতার করা হয়।

জালনোট পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত পোদি সালামের সঙ্গে মুম্বই আন্ডার ওয়ার্ল্ড জগতের মূল চাঁই দাউদ ইব্রাহিমেরও যোগাযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালে কেরলের নেদুমবার্সোর বিমানবন্দরে ৯ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার মামলায় প্রধান আসামী আব্দুল সালামকে বহুদিন থেকেই খুঁজছিল এনআইএ। এনআইএ তার চার্জশিটে উল্লেখ করেছে উপসাগরীয় এলাকা দিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে জালনোট পাচার করত সালাম। এই কাজে তাকে সাহায্য করত দাউদ ঘনিষ্ঠ আফতাব বাটকি। ২০১৩ সালে এই জালনোট পাচারচক্রের কথা প্রথম জানতে পারে এনআইএ। অবশেষে চক্রের মূল চাঁই আব্দুল সালাম ওরফে পোদি সালামকে নিজেদের জালে তুলল এনআইএ। এটি এনআইএ-র একটি বড় সাফল্য।

স্বামী বিবেকানন্দ-র
১২ জানুঃ ১৫৪-তম জন্মবার্ষিকীতে
হিন্দু সংহতি-র সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বীরভূমের মল্লারপুরে জেহাদী হামলা ঃ আহত ২ পুলিশ

মল্লারপুর বাজারে নবী দিবস উপলক্ষে বহিরাগত মুসলমানদের নিয়ে মিছিল করার চেষ্টা রুখে দিল স্থানীয় হিন্দুরা। ১৩ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই এই মিছিলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মল্লারপুর। স্থানীয় হিন্দুরা রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ সংগঠিত করে। বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। বন্ধ ছিল জাতীয় সড়ক। হিন্দুদের বক্তব্য, বহিরাগত মুসলমানদের ডেকে এনে এলাকায় অশান্তি করা যাবে না। কিন্তু ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের জমায়েত দেখা যায়। বাহিনা মোড়ের কাছে কয়েকটা গুমটি দোকানে ভাঙচুর চালায় মুসলমানরা। এমনকি দোকানে আগুনও লাগানো হয়। পুলিশের উপরে ব্যাপকহারে ইঁট-পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এতে গুরুতর আহত হন ২জন পুলিশ আধিকারিক। আহতদের হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

কাশ্মীরে নাশকতার ছক, হান্দওয়ারার ভবনে অনুপ্রবেশ ২ জঙ্গির

ফের জঙ্গি হামলা জম্মু ও কাশ্মীরের হান্দওয়ারায়। স্থানীয় একটি ভবনে দখল নিয়েছে দুই জঙ্গি। জঙ্গিদের হটাতে অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। জঙ্গিদের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও বেশ কয়েকদিনের রসদ রয়েছে বলে অনুমান। তবে জঙ্গিরা কাউকে পণবন্দী করতে পারেনি বলেই খবর ভারতীয় সেনাসূত্রে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, ২৮শে নভেম্বর ভোরে ল্যাঙ্গেটে একটি বিল্ডিংয়ের ভিতর দুই জঙ্গি লুকিয়ে ছিল বলে গোপন সূত্রে খবর পায় সেনাবাহিনী। খবর পেয়েই গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলেন জওয়ানরা। খালি করে দেওয়া হয় গ্রাম, বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। জঙ্গিদের লক্ষ্য করে তীব্র গুলিবর্ষণ করা হয়। জঙ্গিরাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। উত্তর কাশ্মীরে বেশ বড় ধরনের নাশকতার ছক রয়েছে জঙ্গিদের, অনুমান সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তাদের।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686